দৈনিক বাংলা

0 040

তারিখ ... 12.11.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 4 ...

পরীক্ষা নেয়া আর দেয়া

পরীক্ষা নেয়া না হলে আন্দোলন—এই মর্মে এক খবর বেরিয়েছে গতকালের দৈনিক বাংলায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই খবরে বলা হয়েছে, সেখানকার পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬৮ জন ছাত্রছাত্রী তাদের পরিত্যক্ত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। স্মারকলিপিতে তারা উল্লেখ করে ৭ই নবেম্বরের মধ্যে দাবী না মানলে তারা আন্দোলন শুরু করবে।

পরীক্ষা নেয়ার দাবী সংক্রান্ত আলোচ্য খবরটি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষা না নেয়ার এবং পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার দাবী আমাদের দেশে নতুন নয়, এবং এ সংক্রান্ত নানা খবরও বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ও হয়ে থাকে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার দাবী, এবং নানা কারণে তা পিছিয়ে দেবার ব্যাপার আমাদের দেশে খুবই বাস্তব ও পরিচিত ঘটনা। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার দাবীর পেছনে যেমন যুক্তিসঙ্গত কারণ এবং অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা থাকে, তেমনি অপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা থাকেও না।

কারণে হোক অথবা অকারণেই হোক পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার দাবী এবং পরীক্ষা পিছানোর ঘটনাই আমাদের দেশে বলতে গেলে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে আছে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকেও বলা যায়, এবং জরিপ নিলেও দেখা যাবে যে শিক্ষার্থীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে যেমন, পরিস্থিতি ও অবস্থার চাপে এবং অন্যান্য বাস্তব কারণেও, বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের পরীক্ষাই বিভিন্ন সময়ে পিছিয়েছে, অনেক পরীক্ষাই হয়েছে পরিত্যক্ত। বস্তুত পক্ষে, যথাসময়ে পরীক্ষা না নেয়া, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা হতে না পারা, পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া ও পরিত্যক্ত হওয়া, এ ধরনের ব্যাপার আমাদের দেশে ব্যতিক্রমধর্মী এবং অস্বাভাবিক মনে না হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬৮ জন ছাত্রছাত্রী তাদের পরিত্যক্ত যে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছেন এবং ৭ই নবেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নেয়া না হলে আন্দোলন করবেন বলে জানিয়েছেন, তাদের সেই পরীক্ষা কেন পরিত্যক্ত হয়েছিল, তার কারণ অবশ্য দৈনিক বাংলার আলোচ্য খবরে উল্লেখ করা হয়নি। এটাও উল্লেখ করা হয়নি যে ইতিমধ্যেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত পরিত্যক্ত পরীক্ষা গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা। তবে যে কারণেই এই পরীক্ষা পরিত্যক্ত হয়ে থাকুক না কেন, পরীক্ষা নেয়া এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশই কাম্য ও সবার জন্যে বাঞ্ছনীয়।

পরীক্ষা পিছানো এবং পরিত্যক্ত হওয়া আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালেও, পরীক্ষা নেয়া যেমন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, তেমনি পরীক্ষা দেয়াও সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী—তথা পরীক্ষার্থীদের অবশ্যকর্তব্য ও বড় দায়িত্ব। পরীক্ষা নেয়া ও দেয়ার ব্যাপারটা যথাসময়ে ও পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে না হলে পরীক্ষা নেবেই বা কে, আর দেবেই বা কে। পরীক্ষা নেয়া আর দেয়ার পরই আসে ফলাফল প্রকাশের প্রশ্ন।

কিন্তু পরীক্ষা নেয়া আর দেয়া হলেই যে ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশিত হবে, এমন কথা সবক্ষেত্রে বলা চলে না। বরং পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া এবং পরিত্যক্ত হওয়ার মতোই নানা কারণেই, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটাও যেন আমাদের দেশে অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এক সেশনের পরীক্ষা যেমন অন্য সেশনে অনুষ্ঠিত হয়, অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা হতে দুয়েক সেশনও গড়িয়ে যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষ অনেক আগে পেরিয়ে গেলেও, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না, তেমনি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিলম্ব ঘটে।

পরীক্ষা নেয়া এবং ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটার এ ধরনের একটি ব্যাপারই তুলে ধরা হয়েছে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে। তাতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ১৯৮০-৮১ সালের সেশনে এমফিল কোর্সে ৯ জন ছাত্র ভর্তি হন ১৯৮২ সালের মার্চে। ভর্তির এক বছর পর পরীক্ষা নেয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু দীর্ঘ সাত মাস পার হয়ে গেছে, তবু আজ পর্যন্ত এই ৯টি খাতা দেখে উঠতে পারেনি বাংলা বিভাগ। ফলে রেজাল্ট প্রকাশে ঘটছে বিলম্ব। দীর্ঘ সাত মাস পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, মাত্র ৯টি খাতা কেন দেখা অর্থাৎ পরীক্ষণ করা সম্ভব হলো না, তার প্রকৃত কারণ বলতে পারবেন হয়তো সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকরাই।

কিন্তু কারণ যাই হোক, যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত এবং ফলাফল প্রকাশিত না হলে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদেরই শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। সামগ্রিকভাবে এবং ব্যাপক অর্থে দেখতে গেলে, এই ক্ষতি জাতীয় শিক্ষা, উন্নয়ন ও অগ্রগতিকেও স্পর্শ এবং বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত করে। আমাদের মতো দারিদ্র্য প্রপীড়িত ও উন্নয়নশীল দেশে, অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষেই শিক্ষার—এবং বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা কঠিন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় শিক্ষার খাতে খরচ যোগানো তাদের সাধ্যের বাইরে। এই যেখানে অবস্থা—সেখানে, যে কারণেই হোক না কেন, পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হলে, কোনো পরীক্ষা পরিত্যক্ত হলে, এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটলে, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়।

পরীক্ষা নেয়া এবং দেয়া না হলে, ফলাফল লাভ ও সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রী অর্জনের প্রশ্নই আসে না। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেমন অধ্যয়ন ও শিক্ষা, তেমনি তা যাচাই এবং উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট ও ডিগ্রীদানের জন্যই পরীক্ষা। শিক্ষা শুধু মেধা ও প্রতিভারই বিকাশ ঘটায় না, শিক্ষার্থীকে জীবন যুদ্ধের মৌলিকরূপে এবং জীবন জীবিকার উপযোগী করেও গড়ে তোলে। এখানেই শিক্ষা লাভ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী অর্জনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, জ্ঞান, মেধা ও যোগ্যতার চেয়ে সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রীকেই অধিকতর মূল্য দেয়া হয়। এই বাস্তবতার দিক থেকে দেখতে গেলেও যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া এবং ফলাফল প্রকাশ বাঞ্ছনীয়, সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী যাতে কৃতকার্য হতে পারে, সুফল লাভে সক্ষম হয়, তেমন সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেয়া এবং শিক্ষা নেয়া—শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিশেষ দায়িত্ব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করলে, সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেয়া ও নেয়া হলে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচী ও কোর্স শেষ করা গেলে, যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া এবং ফলাফল প্রকাশই স্বাভাবিক, পরীক্ষা পিছানো কিংবা পরিত্যক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষাঙ্গনে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থার কারণে যেমন, শিক্ষা বহির্ভূত অবস্থার কারণেও তেমনি শিক্ষা ব্যাহত হয়, পরীক্ষা পিছায় ও পরিত্যক্ত হয়, এবং ফলাফল প্রকাশেও বিলম্ব ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো মহলের দায়িত্ববোধের অভাবও এর মূলে কাজ করে।

পরীক্ষা নেয়া ও দেয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাই ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হলে, কোনো অবস্থা বা অন্তরায়ই বড় হয়ে দাঁড়াবার কথা নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬৮ জন ছাত্রছাত্রী তাদের পরিত্যক্ত পরীক্ষা দেয়ার ব্যাপারে যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। পরীক্ষা না দেয়া এবং পরীক্ষা না নেয়ার মতো অবস্থা কোথাও বিরাজ করবে না, কোন পরীক্ষাই পরিত্যক্ত হবে না, এটাই কাম্য। আর এটাও কাম্য যে যথাসময়ে পরীক্ষা নেয়া ও দেয়ার পর, ফলাফলও নির্ধারিত সময়েই প্রকাশিত হবে। শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার সুফল লাভের জন্যেই এটা দরকার।

—সমীক্ষক